দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ NOV 14 2006
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ২

পড়াশোনা

পড়তে পারেন হোমিওপ্যাথিক কলেজে

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে হতে পারেন ডাক্তার। এখানে পড়াশোনার খরচ অনেক কম কিন্তু ডাক্তার হওয়াটা কঠিন নয়। হোমিও চিকিৎসায়, হোমিও ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে যেটা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে রয়েছে। তাই দিন দিন হোমিওপ্যাথের ওপর মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এই আগ্রহের কারণে আপনিও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঢাকার প্রিন্সিপাল ডা. আবু মোঃ নূরুল হুদা তরফদার-এর সঙ্গে কথা বলেছেন তরুণ কণ্ঠের প্রতিবেদক। এবার জেনে নিন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেলে পড়াশোনার খোঁজখবর।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ২টি শিক্ষা কোর্স ও একটি ট্রেনিং কোর্স চালু আছে। শিক্ষা কোর্স হলো- ১. ডিপ্লোমা কোর্স ও ২. ডিগ্রি কোর্স এবং ডিএইচএমএস প্রাপ্ত ডাক্তারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের জন্য আছে ১ বছর মেয়াদি পোস্ট ডিপ্লোমা ট্রেনিং ইন হোমিওপ্যাথি কোর্স। এখানে দিবা ও নৈশ বিভাগ নামে দুটি বিভাগ রয়েছে। দিবা বিভাগের অধীনে ডিপ্লোমা কোর্স (ডিএইচএমএস) ও ডিগ্রি কোর্স (বিএইএমএস) এবং ট্রেনিং কোর্স। নৈশ বিভাগে রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্স (ডিএইচএমএস)।

ডিএইচএমএস কোর্স

ডিএইচএমএস (ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি) কোর্স ৪ বছর মেয়াদি এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কোর্স শেষে ৬ মাস ইন্টার্নি করতে হয়। এই কোর্সে দিবা ও নৈশ বিভাগের যেকোনো বিভাগে ভর্তি হওয়া যায়।

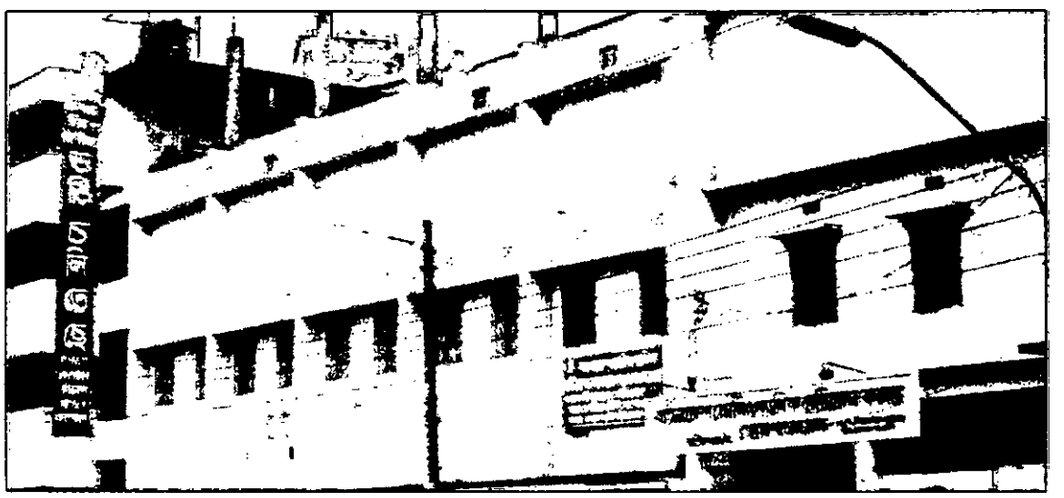

ভর্তির যোগ্যতা

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যেকোনো শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় (যেকোনো গ্রুপে) উত্তীর্ণ হতে হবে। উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বিএইচএমএস কোর্স

বিএইচএমএস (ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি) কোর্স ৫ বছর মেয়াদি এবং ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে কার্যকর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএইচএমএস কোর্সের নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোর্স শেষে ১ বছর ইন্টার্নি করতে হয়।

ভর্তির যোগ্যতা

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যেকোনো শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান গ্রুপে (প্রি-মেডিকেল) চলতি বছরে উত্তীর্ণ হতে হবে।

পোস্ট ডিপ্লোমা ট্রেনিং ইন হোমিওপ্যাথি পিডিটি হোম

ডিএইচএমএসপ্রাপ্ত ডাক্তারদের উন্নত শিক্ষা ও ট্রেনিং দেয়ার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিতে দক্ষ প্র্যাকটিসে উৎসাহিত করা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সকল বিষয়ে পোস্ট ডিপ্লোমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, হোমিও প্র্যাকটিশনারদের জন্য অব্যাহত মেডিকেল শিক্ষা এর সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই প্রধানত পোস্ট ডিপ্লোমা ট্রেনিং ইন হোমিওপ্যাথিক কোর্স চালু করা হয়েছে। এই সুবিধা শুধুমাত্র বাংলাদেশে এই কলেজেই আছে।

ভর্তি যোগ্যতা

ক. হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ৪ বছর অধ্যয়ন শেষে ডিএইচএমএস ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ৬ মাসের ইন্টার্নি সমাপ্ত করতে হবে।

খ. ডিএইচএমএস পাস করার ৪ বছর পর ২ বছর অতিবাহিত হতে হবে এবং হোমিওপ্যাথিক বোর্ড থেকে প্র্যাকটিশনার রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হতে হবে। পল্লী এলাকায় কাজ করেছেন বা কর্মরত আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

গ. এসএইচএমএস কোর্স অধ্যয়নকালে কোনো ব্রেক অব স্টাডি থাকা চলবে না। কোর্সের মেয়াদ মোট ১ বছর। তাই মেয়াদকে ৬ মাস করে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকায় ভর্তিচ্ছু যেকোনো ছাত্রছাত্রী যোগাযোগ করতে পারেন- ৪৬/২, টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৫৬৯৭৪৭ এই ঠিকানায়। ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় ৩২টি জেলায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে যেখানে আপনি পড়তে পারেন।

খরচাপাতি

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকার প্রিন্সিপাল জানান, ডিপ্লোমা কোর্স করতে ইনস্টিটিউশন ব্যয় মোট (৪ বছর মেয়াদি) ২০ হাজার টাকা এবং ডিগ্রি কোর্স করতে মোট (৫ বছর মেয়াদি) ২৫ হাজার টাকা লাগবে। তাই মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত সকলেই এখানে পড়তে পারেন। তাহলে আর দেরি কেন আজই ভর্তি হয়ে যান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে- সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে।

আয়েশা আক্তার আশা